দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 06 SEP

পৃঃ ৭৪ কলাম ৪

21

কৃষিকন্যাদের জীবনযাপন

কৃষি শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ময়মনসিংহস্থ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেদের পাশপাশি পাল্লা দিয়ে কৃষি বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে এসেছে সময়ের সাহসী মেয়েরা, তাদের জন্য আছে একটি মাত্র ছাত্রী হল, নাম সুলতানা

সাজ্জাদ হোসেন

রাজিয়া হল। ক্যাম্পাসে কৃষিকন্যাদের জীবনযাপনের কিছু চিত্রঃ

গাদাগাদি জীবন ঃ সর্বশেষ তথ্যে ৬০৫ জন কৃষিকন্যা অধ্যয়ন করছে। চলতি ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে এ সংখ্যা সাত শ'তে দাঁড়াতে পারে। হলে সিট মাত্র ৩২৪টি। এ গাদাগাদি করে বসবাস করছে ৬ শতাধিক কৃষিকন্যা। পুরনো ডাইনিং রুম, টিভি রুম ইত্যাদি গণরুমে তাদের অনেকের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পড়াশোনার পরিবেশ নেই বললেই চলে। অনতিবিলম্বে নতুন ছাত্রী হলের নির্মাণ কাজ শুরু না করলে গাদাগাদি জীবনের সমাপ্তির সম্ভাবনা নেই।

হলের খাওয়া-দাওয়া ঃ হলের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কৃষিকন্যারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। কাঁকরে পরিপূর্ণ মোটা চালের ভাত। মাইক্রোস্কোপিক সাইজের মাছ বা মাংস আর পানিসদৃশ ডাল খেয়ে সোমালিয়ানদের মতো বেঁচে থাকা যাচ্ছে বটে, বিদ্যাচর্চাও চলছে সেই তালে। খাওয়া-দাওয়ার উন্নতির ব্যাপারে প্রশাসন বড্ড উদাসীন। হলের খাবারে বিতৃষ্ণ হয়ে বেশিরভাগ মেয়েই নিজ হাতে বাজার করে হিটারে বিপজ্জনক পন্থায় রান্না করে খায়।

বিনোদন ঃ টিভিই ভরসা ঃ একমাত্র টিভি ছাড়া ছাত্রী হলে বিনোদনের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। হলের পাঠকক্ষে পর্যাপ্ত পত্র-পত্রিকা নেই। ইনডোর গেমসের ব্যবস্থা নেই। অবসর সময়ে কৃষিকন্যারা হলের ছাদে জম্পেশ আড্ডা দিয়ে সময় কাটায়।

হলে ফিরা ঃ বর্তমান নিয়ম অনুসারে, রাত ৮টার আগেই হলে ফিরতে হয়। এ কারণে লাইব্রেরিতে পড়াশোনার সময় পাওয়া যায় না। হলে ফিরার সময়সীমা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় রাত ৯টা করার পক্ষে ছাত্রীরা।

নিরাপত্তা চাই ঃ হলের প্রভোস্ট, হাউস টিউটরগণ হল অঞ্চলে অবস্থান না করায় কৃষিকন্যারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। রাতের বেলা হল থাকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত। হঠাৎ করে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে চরম বিপদ নেমে আসে। কৃষিকন্যারা তাদের নিরাপত্তার স্বার্থে একজন দক্ষ মহিলা প্রভোস্ট চায় যিনি হল কম্পাউন্ডেই অবস্থান করবেন। তাঁর অধীনে কয়েকজন হাউস টিউটর থাকবেন যাতে তাঁরা সর্বক্ষণিকভাবে কৃষিকন্যাদের তত্ত্বাবধান করতে পারেন।

কেমন লাগে হল জীবন ঃ হল জীবন কেমন লাগে– প্রশ্নের জবাবে কৃষিকন্যারা মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। কৃষি অনুষদের ৪র্থ পর্বের পরীক্ষার্থী নাজু বলেন, আমার কাছে ভাই হল জীবন স্বর্গের মতো লাগে। কোনদিন হল ছেড়ে যাবই না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরেক কৃষিকন্যা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় যদি আমাকে এখন একটি সার্টিফিকেট দেয় তাহলে এ মুহূর্তেই আমি হল ছেড়ে চলে যাব। হতাশ হবার মতো কথাই বটে। কৃষি অনুষদের ঝর্ণা বলেন, খাবারের কথা বাদ দিলে হল জীবন মন্দ লাগে না। ভেটেরিনারির শম্পা বলেন, প্রথম প্রথম খারাপ লাগত, এখন সয়ে গেছে হল জীবন। কৃষি অর্থনীতির এমএস-এর ছাত্রী রূপা বলেন, হল একটি পরিবার। এ পরিবার ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করে না। কৃষি অনুষদের প্রথম পর্বে (পুরনো) তুলি এক বছর ধরে গণরুমে বাস করে হাঁপিয়ে উঠেছেন। এখনও সিট পাননি। তিনি বলেন, এ ধরনের জঘন্য পরিবেশে থেকে পড়াশোনা করা অসম্ভব।

হায় টেলিফোন ঃ সুলতানা রাজিয়া হলে একটি টেলিফোন আছে। বেশিরভাগ কৃষিকন্যার অত্যন্ত প্রিয় একটি জিনিস। প্রিয়জনের ফোন কিংবা চিঠি এলে আনন্দে-আশঙ্কায় তাদের মনটা আনচান করে উঠে। তবে কেউ কেউ ভীষণ মনমরা। কারণ তাদের ফোনও আসে না, চিঠিও আসে না। কেবল মাস শেষে মানি অর্ডার আসে। বড্ড হতাশ তারা।

একদিন হবে স্মৃতি ঃ একদিন ৪ বছরের কোর্স ৮ বছরে শেষ করে কৃষিকন্যারা কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে। জীবনের নানা প্রয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন তাঁরা। তখন কোন এক অলস বিকালে হয়ত মনে পড়বে সুলতানা রাজিয়া হলকে, যেখানে জীবনের অত্যন্ত সোনালী দিনগুলো কেটেছে। মনে পড়বে ব্রহ্মপুত্র তীরের হল জীবন, ছাদে জম্পেশ আড্ডা, পরীক্ষার ব্যস্ততা, সন্ত্রাস, গুলি, লাঠি ও অনির্ধারিত ছুটি। তখন চোখের কোণে হয়ত জমে উঠবে অশ্রু। সুখের না দুঃখের সেই অশ্রু? মনে পড়বে জীবনানন্দের ভাষায় — 'জীবন গিয়াছে চলে আমাদের কুড়ি কুড়ি বছরের পার/তখন হঠাৎ যদি মেঠো পথে পাই আমি তোমারে আবার...।'